যুগান্তর

22 MAY 2016
তারিখ ... MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

'না'গঞ্জে এবার যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষককে গণপিটুনি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে স্কুলশিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে লাঞ্ছনার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সদর উপজেলায় ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে এক শিক্ষককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দেয়া হয়েছে। শনিবার দুপুরে সদর উপজেলার গোগনগর এলাকায় তাজেক প্রধান উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের নাম ইব্রাহিম খলিল (৫০)। পুলিশ আহত শিক্ষককে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ একশ' শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থানায় নিয়ে গেছে। ঘটনার শিকার ওই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী নিজেই বাদী হয়ে শনিবার বিকালে সদর মডেল থানায় যৌন হয়রানির অভিযোগে মামলা করেছে। ওই ছাত্রী নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখায় অধ্যয়নরত। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ওই শিক্ষক বলেছেন, তাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জ-মুন্সীগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে অভিযুক্ত ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

শিক্ষককে গণপিটুনি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় জনতা। এছাড়া এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় শহরের চাষাঢ়া এলাকাতেও সড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ জনতা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রুবিন আহমেদ বলেন, শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল একেবারেই কম। তাই দুপুরের দিকে স্কুল ছুটি দেয়ার প্রস্তুতি চলছিল। দুপুরে হঠাৎ হইচই শুনে কক্ষ থেকে বেরিয়ে দেখি স্কুলের ওই শিক্ষককে স্থানীয়রা মারধর করছেন। তারা জানান, শিক্ষক ইব্রাহিম খলিল নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে একা পেয়ে জাপটে ধরেছেন। ওই ছাত্রীর চিৎকার শুনেই তারা এসেছেন।

স্কুলের শিক্ষার্থীরা জানায়, 'আমাদের স্কুলের এক শিক্ষকের বিয়ে ঠিক হয়েছে। সেজন্য শনিবার দুপুরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। তখন নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার এক ছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে একা পেয়ে ইব্রাহিম স্যার তাকে জাপটে ধরেন। এ সময় ওই ছাত্রী চিৎকার দিলে শিক্ষার্থীরা গিয়ে ইব্রাহিম স্যারকে হাতেনাতে আটক করে। স্কুলেরই কয়েকজন ছাত্র শিক্ষককে মারধরও করে। স্থানীয়রা খবর পেয়ে স্কুলে গিয়ে ওই শিক্ষককে গণপিটুনি দেন। মারধরে শিক্ষক ইব্রাহিমের মাথা ফেটে যায়। পরে তাকে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক ও স্থানীয় মুরব্বিরা উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে।

সদর মডেল থানায় অভিযুক্ত শিক্ষক ইব্রাহিম খলিল বলেন, নির্ধারিত সময়ের পর নবম শ্রেণীর ওই ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশনের চেষ্টা করলে আমি সেটা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এ কারণে তার পরিবার আমার ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। এ কারণেই আমাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানা পুলিশের ওসি আবদুল মালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।